২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

বিজেপি ও অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজন

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

তেলেঙ্গানা সৃষ্টি বাস্তবায়িত হওয়ার পর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকরা বিশ্লেষণ শুরু করবেন যে, এই সিদ্ধান্ত থেকে রাজনৈতিক দল ও অন্যরা কতটা সুবিধা পাবে। সংসদের এই সিদ্ধান্তকে এ রকম সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা অনুচিত হবে। ওই অঞ্চলের মানুষের আইনসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ তেলেঙ্গানা। এ নিয়ে আবেগ এতটাই আকাশচুম্বী ছিল যে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হলে তা প্রবল বিক্ষোভের চেহারা নিত। ওই অঞ্চলের মানুষের আকাঙ্ক্ষার সূচিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস দলের জন্যই এই ইস্যুতে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। ছত্তিসগড়, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরাঞ্চলের মত এখানে ঐকমত্য স্থাপনের উদ্যোগ না নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠী রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তা নেয়। এর ফলে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা শিকেয় ওঠে। অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের অন্যতম উদ্যোগী রাজ্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাউকে রাজনৈতিক মওকা ও রাজনীতিজ্ঞতার মধ্যে একটাকে বেছে নিতেই হত।

বিজেপি রাজ্য কমিটি গত তিন দশক ধরেই তেলেঙ্গানা গড়ার জন্য দায়বদ্ধ। ২০০৬-এ দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এই দাবিতে সায় দিয়েছে। বিজেপির দুটো উদ্দেশ্য। এক, পৃথক রাজ্য তেলেঙ্গানা হওয়া দরকার। দুই, রাজ্য বিভাজনের ফলে সীমান্ধ্র অঞ্চলের মানুষের প্রতি সুবিচারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিশেষ প্যাকেজ প্রয়োজন। দুইয়ের মধ্যে সমতা বিন্যাস আপাতবিরুদ্ধ নয়। তেলেঙ্গানার মানুষ খুশি কারণ, নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে এবং হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংসদের দুই কক্ষে এই বিলের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণ বিজেপির উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল বিজেপির হাতে। তেলেঙ্গানার দাবি দীর্ঘদিনের এবং বিজেপি তার পক্ষে পুরো মদত দিয়েছে।

রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে আরও দুটো চ্যালেঞ্জ ছিল। সীমান্ধ্রের স্বার্থের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যাবে? তেলেঙ্গানা গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভ্রান্ত পদ্ধতিকে কীভাবে তুলে ধরা হবে? শেষোক্ত ক্ষেত্রে, দায়িত্ব সচেতন বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি চেয়েছে হায়দরাবাদের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা মন্ত্রীগোষ্ঠীর বদলে রাজ্যপালের হাতে থাকবে, প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এ ব্যাপারে সন্দেহ দৃঢ় হয় সরকারের নিমরাজি ও দোলাচল মনোভাবে। সীমান্ধ্র অঞ্চলের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক স্পষ্ট জবাব চেয়েছিল দল। সেই লক্ষ্যপূরণে সংসদীয় সবরকম কৌশল অবলম্বন করেছে দল। সংসদে সংখ্যার বিচারে আমাদের

দলের বাড়তি সুবিধা ছিল। তাই রাজ্যসভায় সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে সীমান্ধ্রের জন্য পাঁচ বছরের বিশেষ প্যাকেজ আদায় করেছে। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে কর ছাড়, রায়ালসীমা ও উত্তর উপকূল অন্ধ্র জেলাগুলো অনগ্রসর এলাকার সুবিধা পাবে। জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত পোলাভরমে পুনর্বাসন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। চর্তুদশ যোজনা কমিশন ঠিক করা না অবধি কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা পাবে সীমান্ধ্র। এই প্যাকেজ যথেষ্ট ন্যায্য ও সীমান্ধ্রের স্বার্থ বজায় রাখবে।

নতুন রাজধানী গঠনের মতো অন্য কোনও দাবি পূরণের ক্ষেত্রেও বিজেপি ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

পরিস্থিতি থিতিয়ে এলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, অবিভাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপির সংগঠন ক্ষুদ্র থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ভাগের ক্ষেত্রে দল দায়িত্ব সচেতন ভাবে ইতিকর্তব্য পালন করেছে।